রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৫৯-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আদেশ শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) **'আইন'** অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন);

(খ) **'আনসার'** অর্থ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য;

(গ) **'ট্রাস্ট'** অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;

(ঘ) **'পুলিশ'** অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য;

(ঙ) **'ফরম'** অর্থ এই আদেশের ফরম ;

(চ) **'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'** অর্থ সাবেক ইপিআর, সাবেক বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) এবং বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি);

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ছ) **'বীর মুক্তিযোদ্ধা'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১১) এ সংজ্ঞায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(জ) **'মন্ত্রণালয়'** অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঝ) **'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'** অর্থ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (প) এ সংজ্ঞায়িত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা;

(ঞ) **'মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)'** অর্থ মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন পদ্ধতি বা সেবা;

(ট) **'সম্মানি ভাতা'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি ভাতা বাবদ প্রদেয় অর্থ; এবং

(ঠ) **'সুবিধাভোগী'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৭) এর উপ-দফা (খ) থেকে (ঘ) এ বর্ণিত সুবিধাভোগী।

৩। **সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—(১) এই আদেশের অধীন সুবিধাভোগী কর্তৃক সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ একটি সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি প্রমাণকে বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের (বেসামরিক) নামের তালিকা;

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (সেনা, নৌ ও বিমান);

(গ) শহিদ বিজিবি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ঘ) শহিদ পুলিশ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ঙ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(চ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ছ) যুদ্ধাহত সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা;

(জ) যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ);

(ঝ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ); এবং

(ঞ) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত অন্য কোনো গেজেট।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত একাধিক গেজেটে বা তালিকায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম থাকিলে সুবিধাভোগী ব্যক্তি সর্বোচ্চ একটি সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সুবিধাভোগী কোনো গেজেট বা তালিকার জন্য প্রযোজ্য সম্মানি ভাতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, ইহা সম্পর্কে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা ট্রাস্টকে অবহিত করা হইলে উক্ত হারে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হইবে।

৪। **সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা**।—(১) কোনো সুবিধাভোগী ফৌজদারি অপরাধে ৬ (ছয়) মাসের বেশি সাজাপ্রাপ্ত হইলে, তিনি এই আদেশের অধীন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, সাজা হইতে অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হইলে যথারীতি সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) আইনের ধারা ২ এর দফা (১৭) এ উপ-দফা (ঙ) এর বিধান অনুযায়ী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা সুবিধাভোগীগণ বা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবিধাভোগী মুক্তযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী না হইলে এই আদেশের অধীন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) মন্ত্রণালয় বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাস্ট নিম্নরূপ কারণে প্রজ্ঞাপন বা সাধারণ আদেশ দ্বারা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে সম্মানি ভাতা প্রদান বন্ধ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কোনো ব্যক্তি বীর মুক্তিযোদ্ধা নহেন মর্মে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে;

(খ) সম্মানি ভাতা বন্ধক, লিয়েন বা অন্য কোনোভাবে মর্টগেজ রাখিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে বিবেচিত হইলে; বা

(গ) সরকার কর্তৃক কোনো প্লট, জমি, ফ্লাট, বাড়ি বা স্থাপনা বরাদ্দপ্রাপ্ত হইয়া কোনো সুবিধাভোগী বরাদ্দপত্রে বা চুক্তিতে বর্ণিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে বা উক্ত প্লট, জমি, ফ্লাট, বাড়ি বা স্থাপনা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে।

৫। **আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি**।—(১) সুবিধাভোগী কর্তৃক সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাই করিবার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলা কমিটি এবং মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মহানগর কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) উপজেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের উপজেলা কমান্ডের কমান্ডার বা তাহার অবর্তমানে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তালিকা বা গেজেটে প্রকাশিত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত); এবং

(গ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) মহানগর কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জেলা কমান্ডের কমান্ডার বা তাহার অবর্তমানে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তালিকা বা গেজেটে প্রকাশিত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত); এবং

(গ) উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৬। **সম্মানি ভাতার জন্য আবেদন**।—(১) সুবিধাভোগী সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির জন্য 'ফরম' অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত কমিটি বরাবর আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যাহারা নিয়মিত সম্মানি ভাতা পাইতেছেন, তাহাদের উক্ত ভাতা প্রাপ্তির জন্য পুনরায় আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হইলে সুবিধাভোগীর পক্ষে মন্ত্রণালয়, বা ক্ষেত্রমত, ট্রাস্ট কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

৭। **আবেদন যাচাই-বাছাই পদ্ধতি**।—(১) মন্ত্রণালয় বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত প্রমাণকে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, অন্যান্য তথ্যাদি এবং মুক্তিযোদ্ধা ও আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার তথ্যাদির (নাম, পিতার নাম, গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা এবং জেলা) সহিত সম্মানি ভাতার জন্য দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির সমরূপতার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (চ) থেকে (ঝ) এ বর্ণিত প্রমাণকে প্রকাশিত কোনো যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা সুপারিশের ক্ষেত্রে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে আহত হইবার প্রেক্ষিতে যুদ্ধকালীন পঙ্গুত্বের ধরন ও মাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার পৃথক আদেশ দ্বারা এ সংক্রান্ত পঙ্গুত্ব নির্ধারণ কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট হারে সম্মানি ভাতা প্রদান করিবে।

(৫) একাধিক স্থান হইতে এক বা একাধিক সম্মানি ভাতার আবেদন দাখিল এবং সম্মানি ভাতা উত্তোলন না করিবার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(৬) "বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০" অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সম্মানি ভাতা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী গ্রহণ করিতেছেন না মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা (যা সরকারি স্ট্যাম্পের মাধ্যমে সম্পাদিত) গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (১), (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) এ বর্ণিত বিষয়ে নিশ্চত হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া সম্মানি ভাতা প্রদানের সুপারিশসহ উহা অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টে প্রেরণ করিবে।

(৮) ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবর্তে সকল সুবিধাভোগীর নাম ও প্রাপ্য সম্মানি ভাতার পরিমাণ চূড়ান্ত করিয়া প্রত্যেক ভাতাভোগীর পৃথক ব্যাংক হিসাবে অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী সম্মানি ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে সম্মানি ভাতা বিতরণ**।—(১) অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত প্রমাণকে প্রকাশিত কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিলে তাহার সম্মানি ভাতা পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে বণ্টন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রী মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য নির্ধারিত সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোনো স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিলে মৃত স্ত্রীর গর্ভে মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ তাহার বা তাহাদের মাতার প্রাপ্য অংশ সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষের সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(ঘ) মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত কোনো সন্তান না থাকিলে এক বা একাধিক জীবিত স্ত্রী সম্পূর্ণ অংশ বা সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা বা মাতার মধ্যে যে কেউ জীবিত থাকিলে মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ উক্ত সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন না এবং উক্ত পিতা বা মাতা ভাতার সম্পূর্ণ অংশ সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(চ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবিত অবস্থায় একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে এবং সকল স্বামীর সংসারে তাহার গর্ভজাত সন্তান থাকিলে উক্ত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার পূর্বের সংসারে বীর মুক্তিযোদ্ধার গর্ভজাত সন্তানগণও একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষের সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(ছ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বামী জীবিত থাকিলে এবং এক বা একাধিক তালাকপ্রাপ্ত বা মৃত স্বামীর সংসারে তাহার গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ থাকিলে জীবিত স্বামী একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং উক্ত গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ পৃথক পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং সকল পক্ষ উক্ত সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(জ) তালাকপ্রাপ্ত স্বামী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; এবং

(ঝ) কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তানগণ সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে পিতা-মাতা সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং পিতার অবর্তমানে মাতা বা মাতার অবর্তমানে পিতা সম্মানি ভাতার সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে সন্তান সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং সন্তান একাধিক হইলে সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী, পিতা-মাতা ও সন্তানের অবর্তমানে সহোদর ভাই-বোন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং কেবল জীবিত সহোদর ভাই-বোন উক্ত সম্মানি ভাতা'র সুবিধা সমহারে প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে, কোনো বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এই সম্মানি ভাতা'র সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না:

আরো শর্ত থাকে, যেই ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তানগণ সম্মানি ভাতার সুবিধা ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধার সহোদর ভাই-বোনও এই সম্মানি ভাতা'র সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৯। **সম্মানি ভাতা পরিশোধ ও বরাদ্দ পদ্ধতি**।—(১) ট্রাস্ট হইতে তালিকা প্রাপ্ত হইলে মন্ত্রণালয় উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করিয়া প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য সম্মানি ভাতা ট্রাস্ট বরাবর বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সুবিধাভোগীর ব্যাংক বা অন্য কোনো হিসাবে ট্রাস্ট কর্তৃক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা এমএফএস বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দ্রুতগতির পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতি মাসে বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানি ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোনো সুবিধাভোগী তাহার নামে বরাদ্দকৃত সম্মানি ভাতা সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসরের একাধিক মাসের জন্য বকেয়াসহ একইসাথে দাবি বা উত্তোলন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাভোগী সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর ব্যতীত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের কোনো বকেয়া সম্মানি ভাতা দাবি করিতে পারিবেন না।

১০। **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা বিতরণ**।—(১) ট্রাস্ট বা, ক্ষেত্রমত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা এমএফএস বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দ্রুতগতিসম্পন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর নিকট অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ করা যাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ট্রাস্ট বা, ক্ষেত্রমত, মন্ত্রণালয় বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে সম্মানি ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক সম্মানি ভাতা উত্তোলন**।—(১) সুবিধাভোগী ভাতা গ্রহণের জন্য সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিলে অন্য কোনো ব্যাক্তিকে তাহার পক্ষে ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) মনোনীত ব্যক্তির পরিচয়পত্রে গেজেটেড কর্মকর্তা বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক সত্যায়িত ছবি (সত্যায়নকারীর সিলসহ) সংযুক্ত করতে হইবে।

(৩) মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক ভাতা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাতাভোগী জীবিত রহিয়াছেন মর্মে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সনদপত্র সংগ্রহপূর্বক উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) সুবিধাভোগীর মৃত্যুর পর মনোনীত ব্যাক্তি সম্মানী ভাতা উত্তোলন করিলে উহা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৫) সুবিধাভোগীর মৃত্যু হইলে মনোনীত ব্যক্তি ট্রাস্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) বিদেশে স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী সুবিধাভোগী তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিলে মনোনয়নের বিষয়ে সুবিধাভোগী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির ছবি সত্যায়নপূর্বক উহা সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসে জমা প্রদান করিবেন এবং উক্ত দূতাবাস উহা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

১২। **হিসাব পরিচালনা ও দলিলাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি**।—(১) পেনশনারদের পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) এর ন্যায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা পরিশোধ বই (পাশ বই) নামে একটি বই থাকিবে এবং উক্ত বইয়ে গেজেটেড কর্মকর্তা বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক সম্মানি ভাতা প্রাপকের সত্যায়িত ছবি (সত্যায়নকারী সিলসহ) সংযুক্ত থাকিবে এবং প্রতিটি বইয়ের পৃথক নম্বর থাকিবে।

(২) ভাতা গ্রহণকারীর তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইবার পর উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সম্মানি ভাতা প্রাপকের নামে একটি বই ইস্যু করিবেন।

(৩) বই ইস্যুর পর জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ভাতা গ্রহীতার ছবিসহ পাশ বই বীর মুক্তিযোদ্ধা বা সুবিধাভোগীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) সম্মানি ভাতা গ্রহণকারী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার পাশ বই হারাইয়া গেলে বা তাহার পাশ বই নষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি আবেদনের ভিত্তিতে বিষয়টি যাচাই বাছাই করিয়া পুনরায় একটি ডুপ্লিকেট পাশ বই ইস্যু করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৫) উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রাপকের নাম, ছবি ও নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রাপকের নাম, ছবি ও নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগরের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় চূড়ান্তভাবে প্রণীত সম্মানি ভাতা প্রাপকের তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(৮) সম্মানি ভাতা গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি বা মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে সদস্য-সচিব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃত্যুজনিত সনদ সংগ্রহ করিয়া উক্ত সনদসহ অবিলম্বে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৯) অনুচ্ছেদ ১০ এর অধীন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্মানিভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) থেকে (৮) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। **সম্মানি ভাতার আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা**।—(১) সম্মানি ভাতার জন্য আবেদন প্রাপ্ত হইলে উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর কমিটি উক্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে।

(২) সম্মানি ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হইলে উহা অবিলম্বে ট্রাস্টকে এবং আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৪। **সম্মানি ভাতা প্রাপ্তি সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি**।—(১) সম্মানি ভাতার কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল দাখিলের তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপিল দায়েরকারী ব্যাক্তিকে আপিলের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিউ আবেদন দায়ের করিতে পারিবেন এবং দায়েরকৃত রিভিউর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **আর্থিক বিবরণ**।—উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভাতা প্রদান সম্পর্কিত একটি আর্থিক বিবরণী প্রত্যেক অর্থবৎসর শেষ হইবার পর পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১ জুলাই এর মধ্যে ট্রাস্টে প্রেরণ করিবে।

১৬। **অব্যয়িত অর্থের বিবরণ**।—(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা জেলা প্রশাসকের অনুকূলে সম্মানি ভাতা বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকিলে উক্ত অব্যয়িত অর্থ ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে সংশ্লিষ্ট অর্থ সংরক্ষণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় বা যেই অর্থবৎসরের জন্য সম্মানি ভাতা বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে উক্ত অর্থবৎসর শেষ হইবার পর পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১ জুলাই এর মধ্যে (যেটি আগে ঘটে) ১-৬৩০১-০০০১-২৬৭১ কোড বা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিয়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে।

(২) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকিলে উক্ত অব্যয়িত অর্থ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ট্রাস্ট বা, ক্ষেত্রমত, মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিবে এবং অব্যয়িত অর্থ যেই অর্থবৎসরের জন্য সম্মানি ভাতা বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে উক্ত অর্থবৎসর শেষ হইবার পর পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে ১-৬৩০১-০০০১-২৬৭১ কোড বা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোনো কোডে জমা প্রদান করিয়া উহা অর্থ বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

১৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই আদেশের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আদেশের অধীন গৃহীত বা কৃত হইয়াছে; এবং

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ ও নির্দেশ এই আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই আদেশের অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

ফরম

[অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম অংশ

শহিদ, যুদ্ধাহত বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা মঞ্জুরির আবেদনপত্র

ছবি সংযুক্ত করুন
আবেদনকারী নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হইলে আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের এককপি

বরাবর
জেলা প্রশাসক (মহানগরের জন্য)/
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (মহানগর ব্যতীত)
ও
সভাপতি
সম্মানি ভাতা সংক্রান্ত মহানগর/উপজেলা কমিটি

বিষয় : **শহিদ, যুদ্ধাহত বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা মঞ্জুরির আবেদন।**

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী একজন শহিদ/যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/ সুবিধাভোগী। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক হারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি। নিম্নে আমার/বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিলাম, যথা:—

১।	**আবেদনকারীর নাম :**			মোবাইল নম্বর	
				ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে)	
২।	**শহিদ, যুদ্ধাহত বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সহিত সম্পর্ক (আবেদনকারী নিজে বীর মুক্তিযোদ্ধা না হইলে) :** স্বামী/স্ত্রী/পিতা/মাতা/ছেলে/মেয়ে/ভাই/বোন (প্রযোজ্যটি ব্যতীত অন্যগুলি কাটিয়া দিন। প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে পৃথকভাবে আবেদন করিতে হইবে)				
৩।	**শহিদ, যুদ্ধাহত বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত তথ্যাদি:**				
	(ক) নাম	:			
	(খ) পিতার নাম	:			
	(গ) মাতার নাম	:			
	(ঘ) জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্র/ এসএসসি/দাখিল/জন্ম নিবন্ধনপত্র বা সংশ্লিষ্ট প্রমাণক অনুযায়ী) (ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র/ স্মার্ট কার্ড নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:			
	(চ) মৃত্যুর তারিখ : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:			
	(ছ) স্থায়ী ঠিকানা (প্রমাণক অনুযায়ী)	:	গ্রাম/মহল্লা/রোড নম্বর :		
		:	ডাকঘর :		
			উপজেলা/থানা :		
			জেলা :		
	(জ) বর্তমান ঠিকানা (শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যতীত)	:	গ্রাম/মহল্লা/রোড নম্বর :		
			ডাকঘর :		
			উপজেলা/থানা :		
			জেলা :		

৪। **শহিদ, যুদ্ধাহত বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণক সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করুন) :**

প্রমাণকের নাম	প্রমাণকের নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রমাণকে উল্লিখিত ঠিকানা অনুযায়ী			
		গ্রাম	ডাকঘর	উপজেলা/থানা	জেলা
শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের (বেসামরিক) নামের তালিকা;					
সশস্ত্র বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (সেনা, নৌ ও বিমান);					
শহিদ বিজিবি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;					
শহিদ পুলিশ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;					
খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;					
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;					
যুদ্ধাহত সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা;					
যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ);					
অন্য কোন প্রমাণক					

৫। **যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার পঙ্গুত্ব সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করুন) :**

পঙ্গুত্বের শতকরা হার (%) [উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত]:

৬। **খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করুন) :**

খেতাবের শ্রেণি-বীর শ্রেষ্ঠ/বীর উত্তম/বীর বিক্রম/বীর প্রতীক [প্রযোজ্যটি রাখিয়া অন্যগুলি কাটিয় দিন]

৭। **ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যঃ**

(ব্যাংক হিসাবে যেভাবে লিখিত হইয়াছে, সেইভাবে ইংরেজিতে লিখুন)

ব্যাংক হিসাবের নাম	ব্যাংক হিসাব নম্বর	ব্যাংকের নাম	ব্যাংক শাখার নাম	শাখার কোড নম্বর	ব্যাংক শাখার রাউটিং নম্বর

৮। **শারীরিক অক্ষমতা জনিত কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা গ্রহণের জন্য সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হইলে সম্মানি ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনীত ব্যক্তির তথ্যঃ**

নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির নমুনা স্বাক্ষর ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ছবি	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতাভোগীর স্বাক্ষর

বিনীত নিবেদক,

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

তারিখ :

নাম:

ঠিকানা:

৯। **আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ—**

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ডের অনুলিপি;

(খ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগরের বাসিন্দা হিসাবে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলের প্রত্যয়নপত্র;

(গ) শহিদ বা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংক্রান্ত:

(অ) ০৩-০৬-২০০৬ তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে বয়সের প্রমাণক হিসাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অনুলিপি (ইউপি/ওয়ার্ড কাউন্সিলের দপ্তরে সংরক্ষিত জন্ম রেজিস্টার অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম্যাটে)/এসএসসি/ দাখিল পরীক্ষার সনদের অনুলিপি এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি/ওয়ার্ড কাউন্সিলের দপ্তর হইতে সংরক্ষিত মৃত্যুর রেজিস্টার হইতে মৃত্যুর তারিখ উদ্ধৃত করিয়া নির্ধারিত ফরম্যাটে মৃত্যু সনদপত্রের অনুলিপি;

(আ) ০৩-০৬-২০০৬ তারিখে বা উহার পরে মৃত্যুবরণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে অনলাইনকৃত জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অনুলিপি এবং মৃত্যুর সমর্থনে অনলাইনেকৃত মৃত্যু সনদপত্রের অনুলিপি।

১০। আবেদনকারী নিজে বীর মুক্তিযোদ্ধা না হইলে তাহার সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে আবেদন করিবেন। বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাহার স্বামী/স্ত্রী, স্বামী/স্ত্রীর অবর্তমানে পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে ছেলে/মেয়ে এবং স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের অবর্তমানে ভাই-বোন 'সুবিধাভোগী' ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

দ্বিতীয় অংশ

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ

জনাব/বেগম....., পিতা/স্বামী....., মাতা..... ..... কে মাসিক.....(কথায়.....) টাকা হারে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা মঞ্জুর করা হইলো।

ভাতা বিতরণ কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও

সিল

তারিখ :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাজা মিয়া
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব),বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd